বর্তমান
কলকাতা, শুক্রবার ১৬ জুন ২০১৭, ১ আষাঢ় ১৪২৪

মিলন মেলায় আম উৎসবে আমবাঙালি

দেড় হাজারি কোহিতুরে নবাবিয়ানার খোঁজ!

আম উৎসবে মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়।-নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: নবাবি আম বলে কথা। সে কী যে সে জিনিস হতে পারে! এ তো আর মামুলি হিমসাগর, ল্যাংড়া বা ফজলি নয়, যে দুপুরে-রাতে বাঙালির পাতে হাপুস-হুপুসে উড়ে যাবে দেদার। এর নাম কোহিতুর। আমপ্রিয় আমবাঙালির কাছে এই আম বড় সহজলভ্য নয়। ল্যাংড়াকে আমের রাজার তকমা দিয়ে যে বাঙালি নিজেকে বিরাট খাদ্যরসিক ভাবে, তাদের দিকে হয়তো মুচকি হাসে কোহিতুর। এর আঁতুড়ঘর মুর্শিদাবাদের লালবাগ। একসময় নাকি এই আম বাদে অন্য কোনও আম নবাবদের মুখে রুচত না। অন্তত কলকাতার বাজারে এই আম 'ডুমুরের ফুল'। শহরে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে শুরু হয়েছে 'বাংলা আম উৎসব'। কথা ছিল, সেখানেই হাজির করা হবে নবাবি কোহিতুরকে। একখানা আমের দামই নাকি দেড় হাজার টাকা। বৃহস্পতিবার উৎসবের উদ্বোধনে এসে আমের মাহাত্ম্যে এতটাই মাতলেন মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়, যে মন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লার মুখে আম কাহিনি শুনে বিরাট উৎসাহে খোঁজ করলেন কোহিতুরের। কিন্তু দেখতে না পেয়ে একপ্রকার হতাশই হলেন মন্ত্রী! জানা গেল, আজ শুক্রবার থেকে মেলায় দেখা মিলতে পারে কোহিতুরের। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, মুর্শিদাবাদের বিশেষ জল-হাওয়ায় বেড়ে ওঠা গাছে আম হয় সাকুল্যে ১০-১২ খানা। পূর্ণবয়স্ক আমের ওজন ৪০০-৪৫০ গ্রাম। মামুলি ছুরি দিয়ে কাটলে, তার নাকি স্বাদ-গন্ধ দুইই যায়। পেকে মাটিতে আছড়ে পড়লে তো সর্বনাশের মাথায় বাড়ি। আম একটু 'সাবালক' হলেই তাকে যত্ন-আত্তি করতে ঘুম ছোটে মানুষের। পাছে ছিঁড়ে পড়ে যায়, তাই আগে থেকেই গাছে ঝোলা আমকে ঘিরে রাখা হয় খাঁচা দিয়ে। যখন পেকে আসে, তখন কাটতে হয় বোঁটার একটু আগে থেকে। না হলে সাদা রস গড়িয়ে আমের তুলতুলে ত্বকে পড়লেই স্বাদ যাবে ঘুচে। শোনা যায়, নবাবরাও এই আম নিয়ে যথেষ্ট কসরত করতেন। ঝুড়িতে নরম মখমল বিছিয়ে, তার উপর খড় ও তুলোর গদি বানিয়ে তাতে শোয়ানো হত কোহিতুরকে। দিনে তিন-চারবার তাকে পাশ ফিরিয়ে শোয়াতে হত। মিষ্টতা যাতে নষ্ট না হয়, তার জন্য কখনও কখনও মধুতেও চুবিয়ে রাখা হত এই আমকে। স্বাদ অটুট রাখতে খাবার ঘণ্টাখানেক আগে চোবানো হত বরফ জলে। কাটা হত হাতির দাঁতের তীক্ষ্ণ ছুরিতে। খোয়া ক্ষীরের সঙ্গে এই আমের রস মিশিয়ে বড় আরামে খেতেন আমুদে নবাবরা।

এহেন কোহিতুর নিয়েই সরগরম বৃহস্পতিবারের মিলন মেলা প্রাঙ্গণ। আম-মেলায় হাজির ছিল প্রায় ৩০ রকমের আম। কিন্তু হাজির না হয়েও, শুধু নাম মাহাত্ম্যেই এদিন সেলিব্রিটি ছিল কোহিতুর। অনুষ্ঠান মঞ্চে যখন খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন বিষয়কমন্ত্রী কোহিতুরের কথা বললেন, তখনই সবাইয়ের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে এই আম। মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় নিজেও যে ভয়ানক আম প্রেমিক, তা তিনি জানিয়ে দেন মঞ্চেই। বলেন, মৃত্যু এলেও আগে আম খাব, তারপরে মরব। খোঁজ শুরু করেন কোহিতুরের। যখন শুনলেন সে বাবাজি মেলার মাঠে সশরীরে হাজির নেই, তখন প্রকাশ্যেই হা-হুতাশ করলেন তিনি। চেখে না হোক, অন্তত যদি একবার চোখেও দেখা যেত! আমের দাম দেড় হাজার। সে কী মুখের কথা?